অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ০৯ ▪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

আলাপ

সুপারি কুচি করে লাখপতি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ০৯
সেপ্টেম্বর ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথী

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

যশোরের কেশবপুর থানা সদর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে পার্বতী দাসদের গ্রাম। গ্রামের নাম খতিয়াখালি। এক সময় অভাবের কারণে ঠিকমতো সংসার চলত না তাদের। কাজ ছিল না। বর্ষা মৌসুমে জমিতে কোনো ফসল হতো না। ফলে অলস সময় কাটাতে হতো গ্রামের সবাইকে। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। এখন প্রায় সবার সংসারে এসেছে সচ্ছলতা। সুপারি কুচি করে গৃহবধু পার্বতী দাস নিজেই আজ লাখপতি। আশ্চর্য হলেও ঘটনা কিন্তু সত্যি। পার্বতী দাস এর জীবন কথা নিয়েই সাজানো হয়েছে এবারের আলাপের মূল রচনা।

নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছেন ফিরোজা বেগম। তার জীবনযুদ্ধের কথা জানব 'আমরা নারীরা' বিভাগে। এই সংখ্যা আলাপ-এ জেনে নেই বিভাগে রয়েছে সৌহার্দ্য প্রকল্প নিয়ে একটি লেখা। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও সুবিধার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে এই লেখাটিতে। এ ছাড়াও আলাপের অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা। আশা করি এ সংখ্যাটি আপনাদের ভালো লাগবে। ■

সূচিপত্র

- সুপারি কুচি করে লাখপতি ১ - ৩
- অসচ্ছল ও অসহায় প্রবীণদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা বিতরণ ৪
- ডেঙ্গু প্রতিরোধ ৫
- এক নজরে সৌহার্দ্য কর্মসূচি ৬ - ৭
- ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় ৮ - ৯
- আমাদের সংলাপ ১০
- নারায়ণগঞ্জ জেলার কদমরসুল দরগাহ ১১ - ১২
- জমজদের গ্রাম ১৩

সুপারি কুচি করে লাখপতি

মূল রচনা

পার্বতী দাস (ছবির ডানে) সুপারি কাটতে ব্যস্ত

নাম তার পার্বতী দাস। তিনি গ্রামের একজন সহজ সরল গৃহবধু। সুপারি কুচি করে তিনি হয়েছেন আজ লাখপতি। শুনে আশ্চর্য হলেও ঘটনা কিন্তু সত্যি।

যশোরের কেশবপুর থানা সদর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে তাদের গ্রাম। গ্রামের নাম খতিয়াখালি। এক সময় অভাবের কারণে ঠিকমতো তাদের সংসার চলত না। কাজ ছিল না, সংসারে টাকা আসবে কোথা থেকে? সন্তানের পড়ালেখার টাকা জোগাতেও কষ্ট হতো। বর্ষা মৌসুমে জমিতে কোনো ফসল হতো না। ফলে অলস সময় কাটাতে হতো তাদের।

কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। এখন সংসারে এসেছে সচ্ছলতা। কাজ করে নিজেই নিজের পরিবারে সফলতা এনেছেন তিনি। এটা কোনো গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। পরিশ্রম যে সৌভাগ্যের প্রসূতি তার উদাহরণ এই পার্বতী দাস। বাজার এবং মহাজনের কাছ থেকে সুপারি কিনে তা কুচি করেন তিনি। অর্থাৎ ছোট টুকরো করে খাবার উপযোগী করে ফের বাজারজাত করছেন। এতে গ্রামের বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ সুপারি কুচির কাজ করে উপার্জন করছেন। খতিয়াখালি এখন 'সুপারি কুচি'র গ্রাম হিসেবে পরিচিত।

স্থানীয়রা জানান, আগে গ্রামের মানুষদের অভাবের কষ্ট সইতে হতো। এক সময় খতিয়াখালি গ্রামকে মানুষজন অভাবী এলাকা

পার্বতী দাস (ছবির সর্বডানে) সুপারি কাটার কাজ তদারকি করছেন

হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। বর্ষায় থৈ থৈ পানি আর শুষ্ক মওসুমে অন্যের কাছ থেকে ধার-দেনা করে দিন কাটত। তবে এখন দিন বদলেছে। মুক্তার দানার মতো সুপারি ঘুরিয়ে দিয়েছে তাদের ভাগ্যের চাকা।

খতিয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা রপন দাসের অভাবী সংসার। অভাবের কারণে সংসারের চাকা প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। এ কারণে অন্যের বাড়িতে সুপারি কাটার কাজ শুরু করেন স্ত্রী পার্বতী দাস। বিনা পারিশ্রমিকে শিখেছেন তিনি সুপারি কাটার কাজ। পুঁজির অভাব থাকায় নিজে ব্যবসা শুরু করতে পারছিলেন না। তারপরও সাহস করেন তিনি। মাত্র ১ হাজার ৫০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।

এমন সময় তার সহযোগী হয় ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)। ২০১৩ সালে ডিএফইডির 'মেঘলা' দলের সভানেত্রী শিউলী দাসীর পরামর্শে দলে ভর্তি হন তিনি। সঞ্চয় জমাতে শুরু করেন। একমাস পর ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মা-মেয়ে মিলে সুপারি কুচি করার উদ্যোগ নেন। যশোর থেকে বড় যাঁতি (শর্তা) কিনে আনেন। এরপর কিছু কাঁচা সুপারি কিনে সুপারি কুচির কাজ শুরু করেন ছোট পরিসরে। বাড়তে থাকে তার কাজের পরিধি। পরের বছর সমিতি থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এ ছাড়া লাভের টাকা দিয়ে ৫০ হাজার টাকায় আরো ১০টি যাঁতি ও সুপারি কিনেন। চলতে থাকে সুপারি কুচির কাজ। সেই থেকে পার্বতীর ব্যবসা আর থেমে থাকেনি। এখন তার বাড়িতে সুপারি কুচির জন্য ১৫৪ জন নারী পুরুষ প্রতিদিন কাজ করেন।

পার্বতী দাসের ব্যবসা মূলত পরিচালনা করেন স্বামী রপন দাস। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন আকারের কুচি সুপারি তৈরি করতে ভালো মানের সুপারি প্রয়োজন। প্রতি দিনই কাঁচা, শুকনা ও মজা (ভেজানো) সুপারি কিনে তা বাছাই এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ করি। এরপর শ্রমিকদের মধ্যে ৫ ও ১০ কেজি হিসাবে কুচি করতে দিই। এভাবে দৈনিক

গড়ে ২৫০ কেজি সুপারি কুচি ২৩০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকা দরে বিক্রি করি। প্রতি কেজি সুপারি কুচি বাবদ ১২ টাকা পারিশ্রামিক দিতে হয়। সব খরচ বাদে বর্তমানে দৈনিক আয় এক হাজার টাকা। যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, মাগুরা, নড়াইল,ফরিদপুর, ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই সুপারি বিক্রি হয়। সুপারির খোসাগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, যা বিক্রি করে টাকাও পাওয়া যায়।'

পার্বতী দাস বলেন, 'এ ব্যবসা করে তিনি অনেক উন্নতি করেছেন। ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা দিয়ে ফ্রিডম মোটরসাইকেল কিনেছেন। এছাড়া দেড় লাখ টাকায় চার কাঠা জমি ও চারটি গরু কিনেছেন। পাঁচ লাখ টাকার দেনা পরিশোধ করেছেন। ছেলেমেয়েকে পড়ালেখা শিখাচ্ছেন। সব মিলিয়ে এখন তার ১৬ লক্ষ টাকা পুঁজি।' যার পুরোটাই তিনি ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। পার্বতী দাস একজন সফল উদ্যোক্তা। তবে আরও বেশি অর্থ হলে তিনি ব্যবসা বড় করতে পারবেন। তাহলে তিনি আরও বেশি বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবেন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তা চান তিনি।

খতিয়াখালী গ্রামের আরেক গৃহবধূ রিনা রায়। তিনি সুপারি কুচি করে অর্থ সঞ্চয় করেন। এ কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সুপারি কুচি তৈরির কাজ না থাকলে কীভাবে যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতাম তা বোঝানো কঠিন। পার্বতী দাস আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

গ্রামের নারীরা সুপারি কুচি করছেন

প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১৫ কেজি সুপারি কুচি করে আসছি দুই বছর ধরে। প্রতি কেজি সুপারি কুচি বাবদ ১২ টাকা করে পাই। আয়ের টাকা কেশবপুর ইসলামী ব্যাংকে মাসে ৫০০ টাকা হারে ডিপিএস করেছি। এখন পর্যন্ত আমার পনের হাজার টাকা জমা হয়েছে। স্কুল পড়ুয়া মেয়ে বিদ্যালয় থেকে ফিরে আমার সাথে কাজে যোগ দেয়। রিনা রায়ের মতো আরও কয়েকজন কর্মী একই কথা জানান। তারাও পার্বতী দাসকে তাদের আলোর দিশারী বলছেন।

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কেশবপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ আবুল কালাম জানান, 'আমরা পার্বতীর ব্যবসার উন্নতির জন্য অর্থের সহায়তা হিসেবে ঋণ দিয়েছি। তিনি নিয়মিতভাবে কিস্তি ও সঞ্চয় দেন। পার্বতী দাসের সুপারি কুচি তৈরির কাজ গ্রামের মানুষের আর্শীবাদ হয়ে এসেছে। যা প্রশংসার দাবিদার। তার এ কাজ বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।

মো: আসলাম উদ্দীন, এরিয়া ম্যানেজার, যশোর এরিয়া, ডিএফইডি, যশোর

নোটিশ বোর্ড

অসচ্ছল ও অসহায় প্রবীণদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা বিতরণ

বয়স্ক ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ২৬ আগস্ট ২০১৯ নরসিংদীর মনোহরদীতে অসচ্ছল ও অসহায় প্রবীণদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা বিতরণ করা হয়। 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (ডিএফইডি) এর প্রবীণ কর্মসূচি ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। শারীরিকভাবে অসচ্ছল ও অসহায় ১০০জন প্রবীণদের মধ্যে জনপ্রতি মাসে পাচঁশত টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। উক্ত বয়স্ক ভাতা বিতরণের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোল্লা আজগর আলী, এরিয়া ম্যানেজার, ডিএফইডি, নরসিংদী-২ এরিয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ছাদিকুর রহমান শামীম। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আসাদুল্লাহ, কো-অর্ডিনেটর, সমৃদ্ধি প্রকল্প, মনোহরদী। জনাব মো:সরবিউল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ডিএফইডি, মনোহরদী ব্রাঞ্চ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য জনাব শফিকুল ইসলাম কমল ও বাসেদ প্রধান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মো: মিজানুর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার প্রবীণ কর্মসূচি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ

জেনে নেই

এডিস মশা

ডেঙ্গু একটি মারাত্মক রোগ। ২০১৯ সালের প্রথম দিক থেকে এই রোগ ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগ থেকে বাঁচার সহজ উপায় হলো এডিস মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এডিস মশা জন্মাতে পারে এমন জায়গা পরিস্কার রাখা। এডিস জাতীয় মশার কামড়ে ডেঙ্গুজ্বর হয়। যে কোনো বয়সের মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে সনাক্ত হলে এ রোগ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু মারাত্মক হেমোরেজিক হলে এবং যথাযথ চিকিৎসা না হলে রোগির মৃত্যু হতে পারে।

এডিস মশা চেনার উপায়

এডিস মশা দেখতে অনেকটা মাঝারি আকারের। তবে এর গায়ে ডোরাকাটা দাগ বা ফুটি আছে। এর হুল দেখতে কিছুটা লোমশ হয়।

কোথায় জন্ম নেয়

এডিস মশা জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে বংশ বৃদ্ধি করে। যেমন–ফুলের টব, ভাঙ্গা হাড়ি পাতিল, কলস, গাড়ির পরিত্যাক্ত টায়ার, কৌটা ইত্যাদি।

এডিস মশা কখন কামড়ায়

সূর্য ওঠার পর থেকে সূর্য ডোবার সময়টাতেই এডিস মশা কামড়ায়। তবে কামড়ানোর হার সবচেয়ে বেশি থাকে সূর্যোদয়ের পর দুই-তিন ঘন্টা এবং সূর্যাস্তের আগের কয়েক ঘন্টা।

ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ

- শরীরে তাপমাত্রা হঠাৎ করে ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- মাথা, মাংশপেশী, চোখের পেছন, পেট, হাড় এবং মেরুদন্ডে ব্যথা হয়।
- চামড়ার নীচে রক্ত ক্ষরণ, চোখে রক্ত জমাট বাঁধা লক্ষ্য করা যায়।
- লালচে/কালো রঙের পায়খানা, দাঁতের মাড়ি, নাক, মুখ ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্তপাত হতে থাকে।
- রক্তচাপ হ্রাস, নাড়ীর গতি দ্রুত হওয়া, ছটফট করা, শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হয়ে পড়া।
- অরুচি, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া। শরীরে হামের মত দানা দেখা দিতে পারে।

ডেঙ্গুজ্বর হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। বাড়ির ভিতর, আশপাশ ও আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখুন। কোথাও পানি জমতে দিবেন না। দিনে ও রাতে মশারী ব্যবহার করুন।

সুত্র: স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জেনে নেই

এক নজরে সৌহার্দ্য কর্মসূচি

প্রকল্প থেকে হাঁসে টিকা দেয়া হচ্ছে

সৌহার্দ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প বা কর্মসূচি। এটি ২০১৬ সাল থেকে কর্ম এলাকায় দারিদ্র বিমোচনের কাজ করে আসছে। বাংলাদেশের ৮টি জেলার চর ও হাওর অঞ্চলে সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচি কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে (ডাম) হাওর অঞ্চলে ২টি জেলার (সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ) ৪টি উপজেলার (তাহেরপুর, দোয়ারা বাজার বানিয়াচং এবং আজমিরীগঞ্জ) ২১টি ইউনিয়নের মোট ১৩৪টি গ্রামে কাজ করছে।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের কিছু লক্ষ্য রয়েছে। তা হলো, ২০২০ সালের মধ্যে হাওর এলাকায় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি জেণ্ডার সমতা ভিত্তিক খাদ্য এবং পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই কর্মসুচীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- ১. কৃষি ও জীবিকায়ন, ২. স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পুষ্টি, ৩. সক্ষমতা তৈরি এবং ৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

এ কর্মসূচির অর্থায়নে আছে ইউএসএআইডি এবং বাংলাদেশ সরকার। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও কেয়ার বাংলাদেশের অংশিদারিত্বে এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচিতে ১৯৭৪১ টি পরিবারের ৯০৮১১ জন সদস্যকে সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। কর্মসুচির অধীনে ২০১৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৮৪৩৬ টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি নগদ টাকা (অফেরত যোগ্য) দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অতিদরিদ্র পরিবার পেয়েছে ৬০০০ টাকা। আর প্রতিটি দরিদ্র পরিবার পেয়েছে ৩০০০ টাকা। এই অর্থ দিয়ে উক্ত পরিবারগুলো ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল- ভেড়া পালন এবং শাক-সবজি চাষ

করছে। এছাড়া এক হাজার যুবক যুবতীদের ৫ দিন ব্যাপী জীবন দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্য থেকে ২৫০ জনকে ১৩ দিন থেকে ৩ মাসব্যাপী দীর্ঘ মেয়াদী ভকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত হয়েছে। যেমন- হাঁস পালন, নকশীকাঁথা সেলাই, শিতলপাটি তৈরি, টেইলরিং, মটর মেকানিক, মাছের চাষ ইত্যাদি। এসব করে সংসারের চালিকা শক্তি হিসেবেও তারা ভূমিকা রাখছে।

৭৪৮৭ জন গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা'কে প্রতিমাসে মোট ৮.৬৭৫ কেজি দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আছে - ৬.৬৭৫ কেজি গম, ০.৫ কেজি ডাল এবং ১.৫ কেজি ভেজিটেবল ওয়েল। এখন পর্যন্ত ১৪০ মেট্রিক টন খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে, যা এখনও চলমান আছে। এছাড়াও গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা'য়েদের বিভিন্ন সেশন ও কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যও কাজ করা হয়েছে। যেমন– ড্রেন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা,

জয়িতা পুরস্কার গ্রহণ করছেন একজন নারী

কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার, ৫১ টি বাড়ি, স্কুল মাঠ ও রাস্তায় মাটি ভরাট করা ইত্যাদি।

এলাকায় নারী ও কিশোরীদের নিয়ে 'একতা' নামে একটি দল গঠন করা হয়েছে। তাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে। ফলে ৪জন নারী উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জয়িতা নির্বাচিত হয়েছে। আগামী বছরের চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। যেমন: ১২৬ টি ভিলেজ সেভিংস লোন এসোসিয়েশন গঠন। ইতিমধ্যে যা শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া ৮০০ সেল্ফকমিউনিটি গ্রুপ তৈরির কার্যক্রম নেওয়া হবে। সেইসাথে যুবকদের কর্মসংস্থান তৈরিরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় সকলের সমন্বিত সহযোগিতা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক

আমরা নারীরা

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

ফিরোজা বেগমের গরুর খামার

নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার একটি দরিদ্র পরিবারের স্ত্রী ফিরোজা বেগম। তার বাড়ি এই উপজেলার গোহালাকান্দা নামের এক গ্রামে। তার স্বামীর নাম মো: হেকিম মিয়া। সংসারে দুই মেয়ে ও তিন ছেলে সন্তান। সংসার জীবন শুরু করার পর থেকেই অভাব-অনটন ছিল ফিরোজা বেগমের নিত্য দিনের সঙ্গী। খাওয়া, পরা, চিকিৎসা কোনো কিছুই ঠিকমতো পেতো না তারা। থাকার মতো যেটুকু সম্বল, তাহলো একটা ঘর। সেটাও বেড়ার তৈরি। ভিটার জমিটা ছাড়া আর কোনো জমিই তার স্বামীর ছিল না।

স্বামী হেকিম মিয়া লেখাপড়া জানেন না। তাই ভালো কোনো কাজ পাবার উপায়ও তার ছিল না। তার ওই দিন মজুরের টাকাটাই ছিল সংসারের ভরসা। ফিরোজা বেগমকে এই টাকার উপর নির্ভর করে সংসারের সকল খরচ চালাতে হতো। এক সময় সে আর পারছিল না। হতাশ হয়ে যায় ফিরোজা, কী করবে? কীভাবে সংসার চলবে তার? এদিকে ছেলে মেয়েরাও বড় হচ্ছে। তাদের পড়ালেখা ও অন্যান্য খরচ দিন দিন বাড়ছে। ফিরোজা ভাবল, স্বামীর এই কয়টা টাকার ভরসায় আর থাকা যাবেনা। তাকেও কিছু একটা করতে হবে।

এমন সময়ে ফিরোজা বেগম জানতে পারল, ডাম-এর মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির কথা। মূলত পাশের বাড়ির এক ভাবীর কাছেই তথ্যটা পায় সে। ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির আওতায় এলাকায় দল গঠন

করছে। দল গঠনের মাধ্যমে আগ্রহী ও কর্মঠ দরিদ্র নারীদের সদস্য করে তারা। এরপর চাহিদা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে। ফিরোজা আর দেরি করে না। সেই ভাবীর সাথে গিয়ে মিশনের মাঠকর্মীর সাথে কথা বলে দলে অর্ন্তভুক্ত হয়। এটা২০১২ সালের মার্চ মাসের কথা। এই সালের ২৫ মার্চ ফিরোজা 'মাধবী' দলের সদস্য হয়। এরপর সে সাপ্তাহিক ২৫ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে লাগল।

একমাস পরের কথা। ফিরোজা প্রতিবেশী এক ব্যক্তির গরুর ফার্ম দেখে মনে আশার আলো খুঁজে পায়। মনে মনে সে চিন্তা করে, কীভাবে একটি গরুর ফার্ম করা যেতে পারে। এর ঠিক দুইমাস পর গরুর বাচ্চা কিনে পালতে থাকে এবং কাজের পাশাপাশি গাভী পালনের উপর স্থানীয় প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করে। এরপর সত্যি সত্যিই একটি জমি লিজ নিয়ে ফিরোজা নিজে একটি গরুর ফার্ম তৈরি করে। এজন্য তিনি প্রথম দফায় ২৫০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সেবার সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে ৮০০০ টাকা লাভ হয়। এতে তার স্বামীরও আগ্রহ বেড়ে যায়। এরপর লাভের টাকা ও আসল টাকা মিলিয়ে পর্যায়ক্রমে ফার্মে গাভীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এভাবে ফিরোজার ফার্মে গাভী মোটাতাজাকরণ ও বিক্রির কাজ চলতে থাকে।

ফিরোজা এভাবে ছয়বার ঋণ নিয়ে আবার তা পরিশোধও করে। বর্তমান ৭ম দফায় এস.এম.ই ঋণ হিসাবে ১,৫০,০০০ টাকা

ফিরোজা বেগম গরুর খামারে কাজ করছেন

গ্রহণ করেছে সে। তার নামে সঞ্চয় জমা আছে ২৪,৫০০ টাকা। সে এখন অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল। লাভের টাকা দিয়ে কিছু জমি কিনেছে ফিরোজা। থাকার জন্য আধাপাকা একটি বাড়ি, বাথরুম এবং ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, এখন পরিবার ও সমাজের অন্য দশজন ফিরোজা বেগমের মতামতের মূল্য দেয়। সমাজে ফিরোজা বেগমের একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি হয়েছে।

ফিরোজার দেখাদেখি আরও কয়েকজন গরুর খামার তৈরি করেছে। ফিরোজা বেগম তাদের কাছে এখন আদর্শ একজন নারী। দরিদ্রতার শিকল থেকে মুক্ত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন স্বাবলম্বী নারী।

মোঃ ইরশাদ আলী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (এম.এফ.পি), শ্যামগঞ্জ শাখা, নেত্রকোনা, ডিএফইডি

আমাদের সংলাপ

মোছা: আবেদা খাতুন
স্বামী - মো: শফিক
কৃষ্ণচূড়া মহিলা সমিতি
ফতুল্লা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

প্রশ্ন: আমি ডিএফইডির কৃষ্ণচূড়া মহিলা সমিতির সদস্য। আমি এককালীন টাকা জমা রাখতে চাই। আপনাদের অফিসে কী মাসিক বা এককালীন টাকা জমা রাখা যায়?

উত্তর: মাঠপর্যায়ের সদস্যদের জন্য চাহিদাভিত্তিক স্বেচ্ছা সঞ্চয় (থোক সঞ্চয়) জমা করার জন্য অনুমোদন আছে। কারণ হলো– অনেকেই তাদের সঞ্চিত টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে লাভ পায় না। অন্য কোথাও জমা রেখে যথাসময়ে টাকা ফেরত পায় না। আবার ব্যাংক দূরে হওয়ায় টাকা জমা রাখতে পারছে না। তাদের জন্যই 'ডিএফইডি' স্বেচ্ছা সঞ্চয় বা থোক সঞ্চয় চালু করেছে। স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের মাধ্যমে 'ডিএফইডি' সদস্যদের টাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। প্রয়োজন অনুযায়ী ফেরত দেয়। ফলে সদস্যরা সহজেই স্বেচ্ছা সঞ্চয় জমা করতে পারেন।এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা বা এর বেশি পরিমাণ টাকা জমা করা যায়। এজন্য বাৎসরিক ০৮% হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ১ বছরের মধ্যে কিস্তির মাধ্যমে চল্লিশ হাজার টাকা বা বেশি সঞ্চয় জমা করলে বাৎসরিক ০৭% হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। তবে সেক্ষেত্রে কিস্তির পরিমাণ নূন্যতম ৩০০০/- টাকা হতে হবে। তবে সাধারণ ঋণগ্রহীতা সদস্যের ক্ষেত্রে নিয়ম আছে। তার যদি সাধারণ সঞ্চয় ৪০০০০/-টাকার বেশি থাকে, তাহলে সদস্য মূল ঋণের কমপক্ষে ১০% সঞ্চয় রাখতে পারবে। অবশিষ্ট সঞ্চয়ের টাকা (যা ৪০০০০/- টাকার নিচে নয়) স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের (থোক সঞ্চয়) হিসেবে জমা করতে পারবেন। এজন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা সদস্যকে অফিসে এসে শাখা ব্যাবস্থাপক ও হিসাব রক্ষকের উপস্থিতিতে স্থানান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের জন্য আলাদা পাশ বই প্রদান করা হবে। হিসাব রক্ষক না থাকলে শাখা ব্যবস্থাপক টাকা জমা নিবেন।

সদস্য যে কোনো প্রয়োজনে জমাকৃত টাকা থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তবে সঞ্চয়ের ব্যালেন্স ৪০,০০০/- টাকার কম হলে সাধারণ সঞ্চয়ের মতো ৬% হারে মুনাফা পাবেন। প্রতি বছরের জুন মাসে স্বেচ্ছা সঞ্চয় থেকে পাওয়া লাভের পরিমাণ পাশ বইতে লিখা হবে। সদস্যকে অফিসে এসে টাকা জমা ও উত্তোলন করতে হবে। মাঠ কর্মীর নিকট স্বেচ্ছা সঞ্চয়ের টাকা জমা দেওয়া যাবে না। টাকা জমা ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে পাশ বইতে শাখা ব্যবস্থাপক ও হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক।

উত্তরদাতা: মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক, ডিএফইডি, ফতুল্লা ব্রাঞ্চ, নারায়ণগঞ্জ এরিয়া।

নারায়ণগঞ্জ জেলার কদমরসুল দরগাহ

আমাদের দেশে

'কদমরসুল দরগাহ' এর প্রধান তোরণ

'কদমরসুল দরগাহ' নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঐতিহাসিক মতে, এই দরগাহটি কয়েক শত বছরের পুরানো। এছাড়া আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ঘটনাবলীর জন্যও এটি পরিচিত।

'কদমরসুল দরগাহ' কোথায় অবস্থিত

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার নবীগঞ্জে এ দরগাহটি অবস্থিত। শীতলক্ষ্যা পার হয়ে নদীর কোল ঘেঁষে ৩০ফুট উঁচু একটি টিলার উপর এটি স্থাপিত।

নামকরণ

'কদমরসুল' বলতে বোঝায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর পায়ের ছাপ। কদমরসুল দরগায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর কদম মোবারকের চিহ্নের মত একটি কালো পাথর আছে। এজন্যই দরগাহের নামকরণ করা হয়েছে 'কদমরসুল দরগাহ'। অনেকের বিশ্বাস, তিনি হেঁটে যাওয়ার সময় পাথর বা প্রস্তর খন্ডের উপর তাঁর পায়ের ছাপ থেকে যেতো। মক্কা থেকে অনেকেই নিয়ে আসতো এ ধরনের পদচিহ্নের প্রস্তর খণ্ড।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে পাথরটি পূর্বের আকৃতিতে নেই। সংরক্ষণের সময়ে পাথরটি ভিন্ন রকম আকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাথরটি অনেকটাই মানুষের পায়ের পাতার আকৃতিতে কাটা। মূল দরগাহের ভেতরে একটি ধাতব পাত্রে গোলাপ জলে পাথরটি ডোবানো অবস্থায় আছে।

স্থাপনকাল

প্রচলিত আছে যে ইংরেজি ১৫৮০ (খ্রি:) এটি স্থাপিত হয়। সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী আফগান নেতা মাছুম খান কাবুলী এটি স্থাপন করেন। তখন দরগাহটি স্থাপিত হলেও এর বহু আগে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর পায়ের চিহ্ন সম্বলিত কথিত পাথরটি সংগৃহীত হয়। হাজীনুর মোহাম্মদ নামক এক জন সাধক নবীগঞ্জগ্রামে এই পাথরটি নিয়ে আসেন। ঢাকায় বসবাস করতেন জমিদার গোলাম নবী। তিনি ১৭৭৭-১৭৭৮ সালে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ইমারত তৈরি করে পাথরটি স্থাপন করেন। শোনা যায় সম্রাট শাহজাহান জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) আসার পথে ঐতিহাসিক 'কদমরসুল' পরিদর্শন করেন। তিনি সেলামি হিসেবে ১০০ স্বর্ণ মুদ্রা ও ৮০ বিঘাজমি দান করেন। সম্রাট শাহজাহানের আদেশে ১২ই রবিউল আওয়াল 'কদমরসুল দরগাহে' মিলাদ মাহফিল হয়। গরিবদের মাঝে তার আদেশেই ভোজ চালু করা হয়, যা এখনও চলছে।

কীভাবে যাবেন

দেশ বিদেশের বিভিন্ন ধর্মের ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রতিদিন এ দরগা দেখতে আসেন। জিয়ারত করেন। এজন্য ঢাকার গুলিস্তানের বায়তুল মোকারম মসজিদের দক্ষিণ গেট থেকে বাসে উঠতে হবে। বন্ধন, উৎসব, শীতল নামের বাসগুলো নারায়ণগঞ্জের লঞ্চঘাটে যায়। প্রথমে এই লঞ্চঘাটে নামতে হবে। সেখান থেকে নদী পার হয়ে নবীগঞ্জ ঘাট।

নবীগঞ্জ ঘাট থেকে রিক্সায় বা হেঁটে কিছুদুর গেলেই 'কদম রসুল দরগাহ'। এখানে কোনো হোটেল নেই। তাই দূর থেকে এসে থাকতে চাইলে নারায়ণগঞ্জের কোনো হোটেলে থাকতে হবে।

দরগাহ-য় কোরানের আয়াত

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ হিসাব রক্ষক,ফতুল্লা শাখা, নারায়নগঞ্জ এরিয়া

জমজদের গ্রাম

আশ্চর্য পৃথিবী

কোদিনহি গ্রামের জমজ সন্তানেরা

পৃথিবীতে এমন অনেক রহস্যময় ঘটনা আছে, যার কারণ আজও খুঁজে পায়নি মানুষ। এমন কিছু জায়গা আছে যা সাধারণ জায়গার চেয়ে আলাদা। যার কারণে এসব জায়গায় ঘটে নানান রকমের অদ্ভুত ঘটনা। এগুলো কেবল রহস্যময়ই নয়, রীতিমতো বিস্ময়কর হয়ে ওঠে মানুষের কাছে।এখানে তুলে ধরা হয়েছে এমনই একটি বিষয়।

ধারণা করা হয় যে, ভারতের কেরালা রাজ্যের 'কোদিনহি' গ্রামে কোনো একটা গোপন রহস্য আছে। এটা খানিকটা অদ্ভুতও বটে। এই গ্রামের অধিবাসীদের দাবি, তাদের গ্রামে যত জন জমজ রয়েছে, তা আর কোথাও নেই। এই সংখ্যা রীতিমতো বিস্ময়কর। 'কোদিনহি' গ্রামে ২ হাজার পরিবার রয়েছে যাদের মধ্যে জমজ সদস্য দেখা যায়। একটি গ্রামে ২৫০ জোড়া জমজ থাকা একে বারে অস্বাভাবিক বিষয় তো বটেই। গ্রামের রাস্তা-ঘাটে, খেলার মাঠে, স্কুলে বা অফিসে সর্বত্র জোড়ায় জোড়ায় মুখ দেখতে পাওয়া যায়। এমন অলৌকিকতায় যেকেউ চমকে যেতে বাধ্য। বিজ্ঞানীরা ও অবাক এখানকার জমজদের ক্রমবর্ধমান জন্মহার দেখে।

স্থানীয় এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, তার স্কুলেই ১৭ জোড়া জমজ আসে প্রতিদিন। তবে পরিসংখ্যান চালিয়েছেন এমন কয়েক জনের মতে, সেখানে জমজ আছে সাড়ে তিনশ'র বেশি। জমজ জন্মের সংখ্যা কিন্তু প্রতিবছর বেড়েই চলেছে। এমন ঘটনা শুধু ভারতে কেন, গোটা বিশ্বেই বিরল। এই গ্রামে প্রতি ১ হাজার শিশু জন্মের মধ্যে ৪টি জন্মে জমজ হয়ে। এর কারণ এখনও জানা যায়নি। বিয়ের পর কোনো নারী এই গ্রামে এলে তিনিও জমজ সন্তান প্রসব করছেন। গ্রামবাসীরা জমজ জন্মের এই ব্যাপারটিকে 'ঐশ্বরিক আশীর্বাদ' বলে ধরে নিয়েছেন।

সূত্র ও ছবিঃ ইন্টারনেটএবংকালের কণ্ঠ

ছবিটি এঁকেছে:
রাহিম হাসান
দ্বিতীয় শ্রেণি, মায়ের নাম - রুবিনা বেগম, দলের নাম - যমুনা

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission